সূচিপাতা

মুখবন্ধ ---------- ৮

লেখকের ভূমিকা ---------- ১০

ইসলামে হাস্যরস ---------- ১৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হাস্যরস ---------- ১৩

সাহাবা (রদিয়াল্লাহু আনহুম) ও হাস্যরস ---------- ১৫

নেককার ব্যক্তিবর্গ ও হাস্যরস ---------- ১৫

কৃপণদের গল্প ---------- ১৭

সান্ত্বনা ও সমবেদনা ---------- ৩৩

বৈবাহিক রম্য ---------- ৩৮

উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা ---------- ৫০

ভিক্ষুক ---------- ৬৫

ভণ্ডদের কাহিনি ---------- ৭০

স্বপ্ন ---------- ৭৩

উচ্চ আশা ---------- ৭৭

বোকাদের কাহিনি ---------- ৭৯

জ্ঞানীদের কাহিনি ---------- ১০৫

ভণ্ড সাধু ---------- ১১৪

বিচারক ও বিচার ---------- ১১৬

শিশুদের বুদ্ধিমত্তা ---------- ১২০
খাবার নিয়ে মজার ঘটনা ---------- ১২৩
বকধার্মিকদের কাহিনি ---------- ১৪৪
ছাত্র-শিক্ষকের মজার কাহিনি ---------- ১৪৬
ব্যবসায়ীদের মজার ঘটনা ---------- ১৫২
চোর ও প্রতারকদের মজার কাহিনি ---------- ১৫৮
এক জোড়া জুতার বিড়ম্বনা ---------- ১৬৬
হাস্যকর চিন্তা ---------- ১৭০
কামনা-বাসনার অনুসরণ ---------- ১৭১
অহংকার ---------- ১৭২
লজ্জা ও ভদ্রতা ---------- ১৭৩
বন্ধুত্ব ---------- ১৭৫
অপকারী বিদ্যা ---------- ১৭৭
সম্পদের লোভ ---------- ১৭৯
অবুঝের বুঝ ---------- ১৮১
মূর্খের সাথে পরামর্শ ---------- ১৮২
অনুকরণের বিপদ ---------- ১৮৩

মুখবন্ধ

চতুর্দিকে আজ শুধু হতাশার গল্প, সর্বত্র ভগ্নহৃদয় মানুষের ছড়াছড়ি। বিষণ্ণতা আজ একটি মহামারি আকার ধারণ করেছে। অনেকেই এতে আক্রান্ত, বাকিরা আক্রান্ত হবার পথে। এমনই এক পরিস্থিতিতে, মাওলানা আফজালের 'ইসলামি ইতিহাসের নির্বাচিত হাসির ঘটনা' যেন একরাশ সতেজ হাওয়া। হাসি-তামাশাও যে ইসলামের একটি অংশ, এটা যেন আমরা ভুলেই গেছি! ইসলামি বইগুলোতে অনেক হাসির ঘটনা রয়েছে, শুধুমাত্র এই বিষয়ের ওপরও অনেক কাজ করা হয়েছে। এমনকি হাদীসের সংকলকগণও রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত মজার ঘটনাগুলোকে পৃথক অধ্যায়ে স্থান দিয়েছেন। নিকট অতীতের নেককার পূর্বসূরীগণও এ বিষয়ে বেখেয়াল ছিলেন না। মুফতি মাহমূদ সাহেব গাঙ্গুহি (রহিমাহুল্লাহ)-এর হাস্যরসের কথা কে ভুলতে পারে? কিংবা মাওলানা হাকিম আখতার সাহেবের নির্মল আনন্দের কথা কী ভোলা যায়! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল আমরা এতটাই কৃপণ হয়ে গেছি যে, একটু মুচকি হাসতেও ভুলে যাই।

সম্প্রতি বিবিসির একটি শিরোনামে আমার চোখ পড়ল, 'ইসলামে কি কোনো হাস্যরস আছে?' বলাই বাহুল্য এখানে যে ধরনের হাস্যরসের কথা বোঝানো হয়েছে, সেটা আমাদের দ্বীনের বিপরীত। কাউকে উপহাস করা আর স্বভাবগতভাবে হাসিখুশি চরিত্রের অধিকারী হওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। আলহামদুলিল্লাহ, এই বইয়ের ভূমিকাতে এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সামনে পাবেন ইন শা আল্লাহ।

আমি এই বইটির উল্লেখযোগ্য অংশ পড়েছি। আমি নিজেও এই বইতে বর্ণিত মজার

ঘটনাগুলো বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করব, ইন শা আল্লাহ। হাস্যরসের চেয়ে উত্তম কোনো ঔষধ হয় না। আমি সবাইকেই বইটি পড়তে উৎসাহিত করছি, যেন এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি ও ক্লান্তি থেকে মুক্তির একটি উপায় হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আন্তরিক এই কাজটিকে কবুল করুন এবং মাওলানা সাহেবকে উত্তম বদলা দিন, আমীন!

হাসান এস WKi¨vU (মাওলানা)
প্রিন্সিপাল এবং সিনিয়র মুহাদ্দিস
জামিয়া আল-উলুম আল-ইসলামিইয়া, ফোর্ডসবার্গ, জোহানেসবার্গ
২০ সফর ১৪৩৪/ ৩ জানুয়ারি ২০১৩।

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। দরুদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের নেতা ও আদর্শ রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি।

ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় কোনো বাড়াবাড়ি নেই, ইসলাম মানুষকে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের দিকে উৎসাহিত করে। ইবাদাত ও বিশ্রামের সমন্বয়ে ইসলামি জীবন বিধানে যে সুখ পাওয়া যায়, তা পশ্চিমা সংস্কৃতিতে পাওয়া যায় না। এটাই ওহির শিক্ষার সৌন্দর্য। পক্ষান্তরে পশ্চিমা সিস্টেম মানুষকে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দেয়। বস্তুবাদ ও পুঁজিবাদে নিমজ্জিত লোকেরা সিনেমা-খেলাধুলা-মিউজিক-কমেডি ইত্যাদির মাধ্যমে তৃপ্তি ও বিনোদন পেতে চায়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এসব বিনোদনের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা। এসব তথাকথিত বিনোদন কেবল মানুষের জৈবিক কামনাই উদ্রেক করে। ফলে মানবাত্মা অতৃপ্তি ও অপ্রাপ্তির অতল গহব্বরে নিমজ্জিত হয়।

বিপরীতে জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি খুব সহজ এবং গভীর—মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার রবের ইবাদাত ও আনুগত্যের জন্য। মাঝে মাঝে হাস্যরসের মাধ্যমে মনকে সতেজ করে নিলে এই উদ্দেশ্য পূরণে বাড়তি সহায়তা পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, বিনোদন ও হাস্যরস অর্জন করা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃত মানসিক শান্তি ও অন্তরের পরিতৃপ্তি পাওয়া যাবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে। আল্লাহ তাআলা অসীম জ্ঞানের অধিকারী, তিনি জানেন মানুষের কিছু হাস্যরস ও খোশমেজাজী দরকার হয়; কারণ এর মাধ্যমে মন-প্রাণ পরিপুষ্ট হয়। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনযাপন ও আচার-ব্যবহারের

মাধ্যমে উল্লেখিত বিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুচকি হাসতেন এবং মাঝে মাঝে রুচিশীল হাস্যকৌতুকে অংশ নিতেন।

এই বইটির উদ্দেশ্য :

বিভিন্ন উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই বইটি সংকলন করা হয়েছে।

প্রথমত, মানুষের আত্মা বিশ্রাম চায়। কিন্তু এক্ষেত্রে বৈধ ও রুচিশীল সাহিত্যের খুব অভাব। ফলে অনেক মুসলিম প্রশ্নবিদ্ধ ও সন্দেহজনক উপায়ের মধ্যে বিনোদন তালাশ করে। অথচ মিথ্যাচারিতা ও অশ্লীলতার ওপর নির্ভরশীল হাস্যরস কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য বিষয়ে ক্লাসিক্যাল আরবি লেখকরা অনেক কাজ করেছেন, যেমন : ইবনুল জাওযি, জাহিয, খতীব আল-বাগদাদি, ইবনু আবদি রব্বিহি এবং অন্যান্যরা অনেক বর্ণনা এবং কাহিনি সংকলন-সংরক্ষণ করেছেন। হাস্যরসের পাশাপাশি এগুলো রুচিশীল ভাবনার খোরাক ও জ্ঞানের উৎস। অনারব পাঠকরাও এসব রচনা থেকে দারুণভাবে উপকৃত হতে পারেন।

তৃতীয়ত, আজকাল পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যেসব নেতিবাচক প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যাচার ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তার মধ্যে একটি হলো— ইসলাম খুবই একঘেঁয়ে, নিরস, ক্লান্তিকর এবং কঠোর ধর্ম! কিন্তু যদি কেউ ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন করে, তা হলে সে ইসলামের জীবনবিধানের ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বুঝতে পারে। এতে রয়েছে সর্বোত্তম নৈতিকতা, ইবাদাত, আদব-কায়দা ও আধ্যাত্মিকতা। ইসলামে হাস্যরস শুধু বৈধই নয়, বরং নির্ধারিত সীমার মধ্যে একে উৎসাহিতও করা হয়েছে।

চতুর্থত, আধুনিক যুগের বৈপরীত্য; একদিকে মানুষ জীবনযাত্রা ও টেকনোলজির অনেক জটিল বিষয় আয়ত্ত্ব করেছে; কিন্তু ডিপ্রেশন, হতাশা, উৎকণ্ঠা এবং মানসিক দুঃখবোধ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে।

আধুনিক প্রগতিশীল বিশ্বে যতগুলো হাসিমুখ ও আনন্দের স্মৃতি ভেসে ওঠে, সেই তুলনায় অশ্রুসিক্ত মুখ ও হতাশার দীর্ঘশ্বাস দেখা যায় অনেক বেশি। উপরন্তু,

পাপাচার ও অনৈতিকতার সাথে যুক্ত হয়েছে একটি পতনোন্মুখ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে বর্তমান পৃথিবীর পরিবেশ যেন অভিশাপে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। বিপরীতে ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় আছে গুরুগম্ভীর বিষয়ের পাশাপাশি হাস্যরসের ভারসাম্য। যা সত্যিই অসাধারণ! এটি যেন তরকারির স্বাদবৃদ্ধিকারী লবণের মতো, যার অনুপাত খুব সূক্ষ্মভাবে রক্ষা করতে হয়। তাই বর্তমানে বিশ্বময় সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে ইসলাম যেন এক উজ্জ্বল আলো।

তবে একটা কথা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে—হাস্যরসের বিষয়টি কেবল মাঝেমধ্যে চর্চা করা চাই, এটি যেন আসক্তিতে পরিণত না হয়। এত বেশি হাসি-ঠাট্টা করা উচিত নয় যে, কেউ নিজের লজ্জাবোধ হারিয়ে ফেলে কিংবা অন্যের সম্মান নষ্ট করে। অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা এবং আনন্দ-ফুর্তির কারণে অন্তরে আধ্যাত্মিকতার মৃত্যু ঘটে।

তাছাড়া হাস্যরসের মাধ্যমে কাউকে অপমান-উপহাস বা বিদ্রুপ করা চলবে না, কারও দুর্বলতা নিয়ে মজা করা যাবে না। গীবত-পরচর্চা থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং হাস্যরসের মধ্যে এমন কোনো 'মাল-মসলা' যুক্ত করা যাবে না, যাতে কারও প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ তৈরি হয়। হাস্যরসের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর (ঈমান বিনষ্টকারী) বিষয় হলো—দ্বীন ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা। এ ধরনের হাসি-ঠাট্টায় অংশগ্রহণ করা বা প্রচারণা করা মোটেও বৈধ নয়। এমন ফিতনা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন!

পাঠকদের অবগতির জন্য বলছি, এই বইতে উল্লেখিত সকল বর্ণনা বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক করেছেন, আমরা যেন কৌতুকের ছলেও মিথ্যা না বলি। তাই বানোয়াট ও কাল্পনিক ঘটনা বলে লোক হাসানো ইসলামে নিষিদ্ধ।

সবশেষে, এই গ্রন্থ সংকলনের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাআলা সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন, এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকটিকে মীযানের পাল্লায় ভারী করে দিন, আমীন!

মাওলানা আফজাল ইসমাঈল
রবিউল আউয়াল ১৪৩৪/জানুয়ারি ২০১৩।

ইসলামে হাস্যরস

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হাস্যরস

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন থেকে বিভিন্ন হালকা হাস্যরসের প্রমাণ পাওয়া যায়: আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূল আমাদের সঙ্গে খুবই মিশতেন। এমনকি আমার এক ছোটো ভাইকে তিনি (কৌতুক করে) বলতেন, 'হে আবূ উমায়র! তোমার নুগায়ির পাখির কী হলো?'[১]

নুগায়ির এক প্রকার ছোটো পাখি। পাখিটির সাথে আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ছোটো ভাই খেলা করতেন। এরপর পাখিটি মারা যায়। তখন শিশু উমায়েরের মন খারাপ দেখে রাসূলুল্লাহ তাকে এভাবে সান্ত্বনা জানিয়েছিলেন।

আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) আরও বর্ণনা করেছেন, 'এক ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি বাহন প্রদান করুন।' তখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমি তোমাকে উটের বাচ্চার পিঠে আরোহণ করাব।" তখন সে বলল, 'উটের বাচ্চা নিয়ে আমি কী করব?' একথা শুনে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "(ছোটো-বড়ো) সব উটই তো উটের বাচ্চা!"[২]

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় তাঁর আগে বেড়ে গেলাম (অর্থাৎ জিতে গেলাম), তারপর যখন আমি কিছুটা স্থূলকায় হয়ে গেলাম, তখন আবার তাঁর সাথে

---

[১] বুখারি, ৬১২৯; ৬২০৩; মুসলিম, ২১৫০।

[২] তিরমিযি, ১৯৯১; আবূ দাউদ ৪৯৯৮।

দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম। তখন তিনি দৌড়ে আমার আগে চলে গেলেন। তিনি (সা) বললেন, 'এবার বদলা নিলাম, আগেরবার তুমি জিতেছিলে।'[৩]

হানযালা উসাইদি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, 'একদিন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) আমার সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ হানযালা?' আমি বললাম, 'হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে।' আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) হতবাক হয়ে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এটা তুমি কী বলছো?' আমি বললাম, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছাকাছি থাকলে তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রসঙ্গ তুলে উপদেশ দেন। তখন মনে হয়, যেন সবকিছু খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যখন তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে স্ত্রী-সন্তান ও ধন-সম্পদের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কথাই ভুলে যাই।' আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমার অবস্থাও তো এই রকম!' তারপর আমি ও আবূ বকর রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গেলাম। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে।' রাসূলে আকরাম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্ন করলেন, 'সেটা আবার কীভাবে?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা তুলে নসীহত করেন। তখন আমরা যেন সেগুলো চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে যখন স্ত্রী-সন্তান ও ধন-সম্পদের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কথাই ভুলে যাই।' রাসূলে আকরাম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'সেই সত্তার কসম! যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ, তোমাদের (মনের) অবস্থা যদি সর্বদা আমার কাছে থাকাকালীন অবস্থার মতো হতো, আর সর্বদা আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত থাকতে, তা হলে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় এবং তোমাদের চলার পথে সর্বদা মুসাফাহা করতে থাকত। কিন্তু হানযালা! মানুষের অবস্থা তো এক সময় এক রকম আর অন্য সময় অন্য রকম থাকে!' এই কথাটি তিনি তিনবার বললেন।"[৪]

---

[৩] আবূ দাউদ, ২৫৭৮।

[৪] মুসলিম, ২৭৫০।

সাহাবা (রদিয়াল্লাহু আনহুম) ও হাস্যরস

উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'আমি সেই ব্যক্তির অবস্থা দেখে আনন্দিত হই যে তার পরিবারের কাছে একটি শিশুর মতো, কিন্তু প্রয়োজনের সময় ঠিকই পৌরুষদীপ্ত আচরণ করে।'

একবার ওমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) দেখলেন, এক বেদুইন তাড়াহুড়ো করে সালাত আদায় করছে। সালাত শেষে বেদুইন দুআ করল, 'ইয়া আল্লাহ! আমাকে জান্নাতের কুমারির সাথে বিয়ে দিন!' এই দৃশ্য দেখে ওমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) মন্তব্য করলেন, 'কম মূল্য দিয়ে সর্বোত্তম জিনিস পেতে চাইছো?'

আলি ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'মাঝে মাঝে অন্তরকে আনন্দ দাও আর হালকা কিছু হাস্যরসে অংশ নাও। কারণ দেহের মতো অন্তরও ক্লান্ত হয়।'

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন, 'দেহের মতো মনেও ক্লান্তি আসে, এজন্য হালকা কিছু হাস্যরসে অংশ নাও।'

আতা ইবনু সায়িব (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, 'সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) আমাদেরকে এমন সব ঘটনা শোনাতেন, যাতে চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হতো। আবার মাঝে মাঝে তিনি আমাদেরকে না হাসিয়ে মজলিস ত্যাগ করতেন না।'[৫]

নেককার ব্যক্তিবর্গ ও হাস্যরস

ইবনু যাইদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমার পিতা আমাকে বলেছেন, আতা ইবনু ইয়াসীর (রহিমাহুল্লাহ) ওয়াজ করতেন আমার প্রতি ও আবূ হাযম-এর প্রতি। এতে আমরা কাঁদতে শুরু করতাম। এরপর আবার ওয়াজ করতেন, যতক্ষণ না আমরা হাসতে শুরু করতাম।' এরপর তিনি মন্তব্য করতেন, 'কান্নাকাটির একটি সময় আছে, মজা করারও একটি সময় আছে!'

ইবনুল জাওযি (রহিমাহুল্লাহ) একটি হাস্যরসের বই (أَخْبَارُ الْحَمْقَى وَالْمُغَفَّلِيْنَ) লিখেছেন। তিনি তিনটি কারণে বইটি সংকলন করেছেন :

---

[৫] আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ গাযনি, আল-মুরাহ ফিল মুজাহ, ৩৮।

প্রথমত, তাদের কাহিনি শুনে যেন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুদ্ধির গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং বোকারা যে নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত, সে তার কদর করতে পারে। এটি তাকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে উৎসাহিত করবে।

দ্বিতীয়ত, এসব কাহিনি শুনে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি সাধ্যমতো সকল মূর্খতা থেকে দূরে থাকতে অনুপ্রেরণা পাবে।

তৃতীয়ত, মাঝে মাঝে এসব কাহিনি শুনলে মনে আনন্দ ও সতেজতা সৃষ্টি হয়। মানুষের আত্মা স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন পরিস্থিতি অতিক্রম করে। ফলে কখনো সে ক্লান্তি বোধ করে, হাঁপিয়ে যায়। এজন্য কিছু হাস্যরস ও বিনোদনের প্রয়োজন। তবে অবশ্যই সেগুলো শারীআত-সম্মত হতে হবে।

ইবনুল জাওযি (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, 'উলামায়ে কেরাম সব সময় হালকা হাস্যরসের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। কারণ এগুলো মানুষের মনকে সতেজ রাখে, অন্তরকে আরাম দেয় এবং বোঝা লাঘব করে।'

তিনি আরও বলেছেন, 'মাঝে মাঝে মানুষকে হাসানোর বৈধতা আছে...। হালকা হাস্যরসে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি কেউ অভ্যাসগতভাবে মানুষকে হাসানো শুরু করে তবে এটা মাকরূহ (অপছন্দনীয়)। একথা সত্য যে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো এমনভাবে হাসতেন যে, তাঁর সামনের দাঁত দেখা যেত। কিন্তু অধিক হাসাহাসি করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'অতিরিক্ত হাসি-তামাশা অন্তরকে মেরে ফেলে।' তাই মাঝে মাঝে হাস্যরস করার বিষয়টি তরকারিতে লবণের মতো হওয়া চাই।' অর্থাৎ এক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ থাকা জরুরি।

মিথ্যা বলে মানুষকে হাসানো থেকে নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন। কোনোকিছু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে 'রং-মসলা' মিশিয়ে বাড়িয়ে-চড়িয়ে বর্ণনা করাও একপ্রকার মিথ্যা। এটাও নিষিদ্ধ। কিন্তু সেসব সত্য ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, যেগুলো মানুষের মাঝে নির্মল হাস্যরসের উদ্রেক করে।'[৬]

[৬] ইবনুল জাওযি, আখবারুল-হামকা ওয়াল মুগাফফালীন, ১২-১৫।

কৃপণদের গল্প

‘ধন-সম্পদের ব্যাপারে কৃপণদের চেয়ে অধিক দুর্ভাগা আমি কাউকে দেখিনি। দুনিয়াতে তার নিন্দা করা হয় সম্পদ জমা রাখার কারণে আর আখিরাতেও তাকে জবাবদিহি করতে হবে সেই সম্পদের জন্য। দুনিয়াতে কৃপণ সব সময় উদ্‌বিগ্ন থাকে নিজের ধন-সম্পদের কারণে, আবার আখিরাতের শাস্তি থেকেও বাঁচতে পারে না। সে দুনিয়াতে জীবন কাটায় গরিব লোকের মতো; অথচ আখিরাতে তাকে উঠানো হবে ধনীদের সাথে।’

—হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ)

কৃপণতা ও লোভের কারণে আরবের এক বিখ্যাত কিংবদন্তী ছিলেন আশ’আব (أَشْعَبُ)।[৭] তিনি ইসলামের প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন এবং ১৫৪ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তিনি ‘লোভী’ নামেই কুখ্যাত। যদি কেউ কারও লোভের মাত্রা বোঝাতে চাইত, তখন বলত, ‘সে যেন এ যুগের আশ’আব!’ অথবা বলত, ‘সে আশ’আবকেও ছাড়িয়ে গেছে!’ এই কথাগুলো এখনো আরবদের মাঝে ব্যবহৃত হয় প্রবাদ বাক্যের মতো।

আসমাঈ উল্লেখ করেছেন, ‘একবার আশ’আবের পেছনে কিছু ছেলেমেয়ে জড়ো হলো। তারা আশ’আবকে বিরক্ত করতে লাগল। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে

[৭] আশ’আব ইবনু যুবাইর।

মিথ্যা বলার সিদ্ধান্ত নিল। তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলল, 'তোমরা সালিম ইবনু আবদিল্লাহ কাছে যাও। সে সবাইকে ফ্রি খেজুর বিলি করছে!' একথা শুনে বাচ্চারা পড়িমড়ি করে সালিমের বাড়ির দিকে ছুটল।

একটু পর আশ'আব কী যেন ভাবল। হঠাৎ সে নিজেও বাচ্চাদের পেছনে দৌড়ানো শুরু করল। আশ'আব বলল, 'কে জানে! আমি যা বানিয়ে বলেছি হয়তো সেটাই ঘটছে! যাই, গিয়ে দেখি, সালিম খেজুর বিলি করছে কি না!'[৮]

২

দাহহাক (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, 'কৃপণ আশ'আব একবার কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা বিক্রির উদ্দেশ্যে বড়ো বড়ো থালা বানাচ্ছিল।

এই দৃশ্য দেখে আশ'আব বলল, 'ওগুলো আরও বড়ো করে বানাও!'

জানতে চাওয়া হলো, 'কেন?'

আশ'আব বলল, 'যদি ওসব থালায় করে কেউ আমার জন্য উপহার নিয়ে আসে!'

৩

আশ'আব বলত, 'কারও জানাযায় গিয়ে যদি দেখি, দুইজন লোক চুপিচুপি কথাবার্তা বলছে, তখন আমার সন্দেহ হয়—হয়তো মৃত ব্যক্তি আমার নামে কোনো উপহার ওসীয়ত করে গেছে!'[৯]

৪

আবূ আসিম (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, 'একদিন আমি খেয়াল করলাম, আশ'আব আমার পেছন পেছন আসছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি সমস্যা?' সে বলল, 'আমি তোমার মাথার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দেখলাম টুপিটা যেকোনো সময় পড়ে যাবে। তাই ভাবলাম, ওটা পড়ে গেলে আমি কুড়িয়ে নেব!' একথা শুনে আমি

[৮] খতীব বাগদাদি, তারীখু বাগদাদ, ৭/৫০৮।

[৯] তারীখু বাগদাদ, ৭/৫০৯।

নিজেই মাথা থেকে টুপিটা খুলে ওর হাতে দিয়ে দিলাম।'[১০]

একবার আশ'আবকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তুমি কেমন মেয়ে বিয়ে করতে চাও?' সে জবাব দিলো, 'যদি আমি তার সামনে ঢেঁকুর তুলি, তাতেই তার খিদে মিটে যাবে। সামান্য খাবারেই সে পরিতৃপ্ত হবে, আর যদি বেশি খায়, তা হলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।'[১১]

জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, 'আমি একবার একবার আশ'আবকে নৈশভোজের দাওয়াত দিলাম। কিন্তু আশ'আব বলল, 'যদি আমাদের সাথে আরও কোনো পেটুক লোক দাওয়াত খেতে আসে?'

-'চিন্তা করো না! শুধু আমরা দুজনে খাবো', এই বলে আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। এরপর দুজনে মিলে বাড়ি গেলাম। সালাত শেষ করে খেতে বসলাম।

একটু পরেই কে যেন এসে দরজায় কড়া নাড়ল!

আওয়াজ শুনে আশ'আব বলল, 'দেখলে! আমি যা ভয় করেছি, তা-ই হতে যাচ্ছে! কে যেন এসে গেছে!'

আমি বললাম, 'যে কড়া নাড়ছে, আমি তার দশটি বৈশিষ্ট্য বলতে পারি। তুমি একটিতেও আপত্তি করবে না। আর যদি একটিতেও আপত্তি করো, তাহলে আমি তাকে চলে যেতে বলব।' এ কথায় সে রাজি হলো। আমি বললাম, 'তার প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো সে আমাদের সাথে খাবে না!'

সাথে সাথে আশ'আব আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'বাকি নয়টা বৈশিষ্ট্য বলার দরকার নেই। ওকে আমাদের সাথে দাওয়াত দিতে পারো!'[১২]

---

[১০] মুহাম্মাদ রামলি, আন-নাওয়াদিরুয যাহাবিয়্যা, ১৬।

[১১] আত-তাসনীফুল মাওদূঈ লি-তারীখি বাগদাদ, ৪৪৮।

[১২] আন-নাওয়াদির ওয়াল লাতায়িফ, ১৮৯।

৭

আশ'আবের একটি ছাগলছানা ছিল। ছানাটিকে সে তার স্ত্রীর দুধ খাইয়ে বড়ো করেছিল! বড়ো হওয়ার পর ছাগলটা নিয়ে সে ইসমাঈল ইবনু জা'ফরের কাছে গেল। আর তাকে বলল, 'ছাগলটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম। এটা আমার ছেলে! কারণ আমার স্ত্রী তার দুধ-মা! আমি মনে করি, তুমি ছাড়া আর কেউ এই উপহারের যোগ্য নয়!'

একথা শুনে ইসমাঈল ইবনু জা'ফর কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ছাগলটির দিকে তাকিয়ে রইল! এরপর ইসমাঈল আদেশ দিলো, 'এক্ষুনি এটাকে জবাই করো!'

ইসমাঈল ভাবল, এই ছাগলের কারণে না জানি আবার কী ঝামেলা সৃষ্টি হয়।

জবাইয়ের পর ছাগলের গোশত প্রস্তুত করা হলো।

তখন আশ'আব এসে ইসমাঈলের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করল। কিন্তু ইসমাঈল ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করল। তখন আশ'আব ইসমাঈলের পিতা জা'ফরের কাছে গিয়ে প্রচণ্ড কান্নাকাটি শুরু করল। আশ'আব অভিযোগ করল, 'আপনার ছেলে আমার ছেলেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়েছে। তাকে আমার চোখের সামনে হত্যা করেছে!'

একথা শুনে জা'ফর হতভম্ব হয়ে গেল। বিস্ময়ের সুরে বলল, 'অবিশ্বাস্য! আচ্ছা তোমার কত ক্ষতিপূরণ লাগবে শুনি?'

আশ'আব বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যাপারে ইসমাঈলের সাথে কথা বলতে পারব না। আপনি ছাড়া আমার দুঃখ শোনার মতো কেউ নেই।'

জা'ফর তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল এবং ২০০ দীনার দিলো। এরপর বিষয়টি জানার জন্য ছেলের কাছে গেল। জা'ফর বলল, 'তুমি নাকি আশ'আবের ছেলেকে খুন করেছ?'

'নাহ! সে তো আমাকে একটি ছাগল দিয়ে গিয়েছিল।'

এরপর ইসমাঈল ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখা দিলো। তখন আসল রহস্য প্রকাশিত হলো। ইসমাঈলের পিতা জা'ফর বুঝতে পারলেন, আশ'আব তাকে ধোঁকা দিয়েছে এবং একটি ছাগলের বিনিময়ে ২০০ দীনার নিয়ে গেছে!

এই ঘটনা মনে হলেই তিনি বলতেন, 'আশ'আব আমি তোমার ওপর ক্ষিপ্ত, আল্লাহও তোমার ওপর ক্ষিপ্ত হোন!'

জবাবে আশ'আব বলত, 'তোমার ছেলে আমার ছেলেকে খুন করেছে! সে আমাকে যতটা রাগিয়েছে, তার তুলনায় তোমার ২০০ দীনার কিছুই না!'[১৩]

একবার এক বেদুইন সকালের নাস্তা করছিল মুজাব্বাদের সাথে। মুজাব্বাদ বলল, 'তোমার বাবা কীভাবে মারা গিয়েছিল?'

প্রশ্ন শুনে বেদুইন দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিতে থাকল। আর ওদিকে মুজাব্বাদ খাওয়া চালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বেদুইন মুজাব্বাদের চালাকি ধরতে পারল। সাথে সাথে কথা বলা থামিয়ে দিলো সে। এরপর বেদুইন পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আর তোমার বাবা? তিনি কীভাবে মারা গিয়েছিল?'

মুজাব্বাদ জবাব দিলো, 'হঠাৎ করেই!'

এভাবে এক শব্দে জবাব দিয়ে সে খাওয়া চালিয়ে গেল![১৪]

জনৈক কৃপণ ব্যক্তি মাঝরাত না হলে খাওয়া-দাওয়া করত না। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলত, 'তখন পানি ঠান্ডা থাকে, কোনো মাছি থাকে না, হঠাৎ করে কোনো মেহমান আসার ভয় থাকে না, ভিক্ষুকের ডাক শোনা যায় না, কোনো শিশুও কান্নাকাটি করে না!'[১৫]

একবার এক মহিলা তার ছেলেকে আবুল আসওয়াদ নামের এক কৃপণ লোকের কাছে পাঠাল। মা তার ছেলেকে ভালোমতো বুঝিয়ে দিলো, 'তার কাছে গিয়ে বলবে

[১৩] আল-নাওয়াদির ওয়াল লাতায়িফ, ১৯৩।

[১৪] ইবনুল জাওযি, আখবারুয-যিরাফ ওয়াল মুতামাজিনীন, ১০৫।

[১৫] আল-নাওয়াদির ওয়াল লাতায়িফ, ৯৪।